দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... 26 SEP 1998 ...
পৃঃ 6 কলাম ... 7 ...

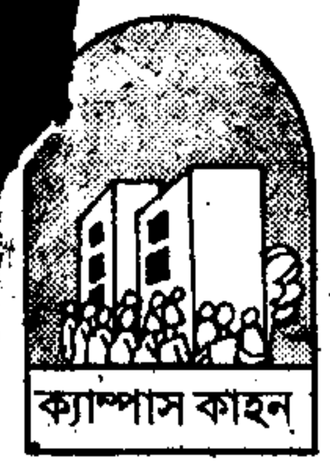

শিক্ষার আলো ছড়ানো বাউবি'র লক্ষ্য

জাহাঙ্গীর হোসেন পাইক

ক্যাম্পাস কাহন

শুধু শহরভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থাই গোটা জাতির ভাগ্যোন্নয়নে যথেষ্ট নয়। সমগ্র দেশ ও জাতির ভাগ্য উন্নয়নের জন্য চাই সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা। আর সার্বজনিন শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সমভাবে গ্রামের তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করতে হবে। দেশের প্রায় ৮৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করছে। এদের অধিকাংশই দরিদ্রসীমার নিচে। এসব লোক যাতে নিজ আবাস স্থলে বসে পড়ালেখা করে স্বনির্ভর হতে পারে সে কথা চিন্তা করেই উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দু' হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে বাউবি-ই অন্যতম। কেননা একমাত্র উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেই সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা অতি দ্রুত কায়েম করা সম্ভব। দেশের প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়-গুলো প্রায়ই শহরভিত্তিক। আর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ই একমাত্র বিশ্ববিদ্যা-লয় যার ক্যাম্পাস দেশব্যাপী। গ্রাম ও শহরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসেও পড়ালেখা করার সুযোগ রয়েছে। একটি শিক্ষিত ও আদর্শ জাতি উপহার দেয়া সরকারের যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নের জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

গ্রামের তৃণমূল মানুষের কথা চিন্তা করেই বাউবিতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রামও চালু করা হয়েছে। দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ যাতে সমভাবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে তার সুবিধা প্রদানের জন্য বাউবি কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। আর এ প্রোগ্রামগুলো ইতোমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং জনসাধারণ এর সুফল পেতে শুরু করেছে। বাউবি'র চালুকৃত প্রোগ্রামগুলোতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা দেড় লাখের কাছাকাছি। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলামের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ও নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়টির অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

বাউবি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বয়সের কোন বালাই নেই, দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমকে সাজানো হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে। প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্লাসরুমে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ক্লাস রুমে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখা চলে। উন্মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে আবদ্ধ নন। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা যখন ভর্তি হয় তখনই তাকে শিক্ষা সামগ্রীর একটি প্যাকেজ যথা- বই, অডিও ক্যাসেট প্রভৃতি দেয়া হয়। শিক্ষা সামগ্রীগুলো এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, শিক্ষার্থী প্রায় নিজে নিজেই পড়ালেখা করতে সক্ষম হয়। তবে শিক্ষার্থী একেবারে বিচ্ছিন্ন ও একাকী এবং ক্লাসরুমের সুযোগ ও আমেজ থেকে বঞ্চিত নয়। এ ব্যবস্থায় ক্লাসরুমের শিক্ষার বিকল্প টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউটোরিয়াল ক্লাসগুলো কাজ করছে। এসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় ও তারিখে বাউবি'র টিউটর উপস্থিত হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রোগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। যার ফলে শিক্ষার্থীরা প্রোগ্রাম সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান পেয়ে থাকেন। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিনিময়ের জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাস একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে বিবেচিত।

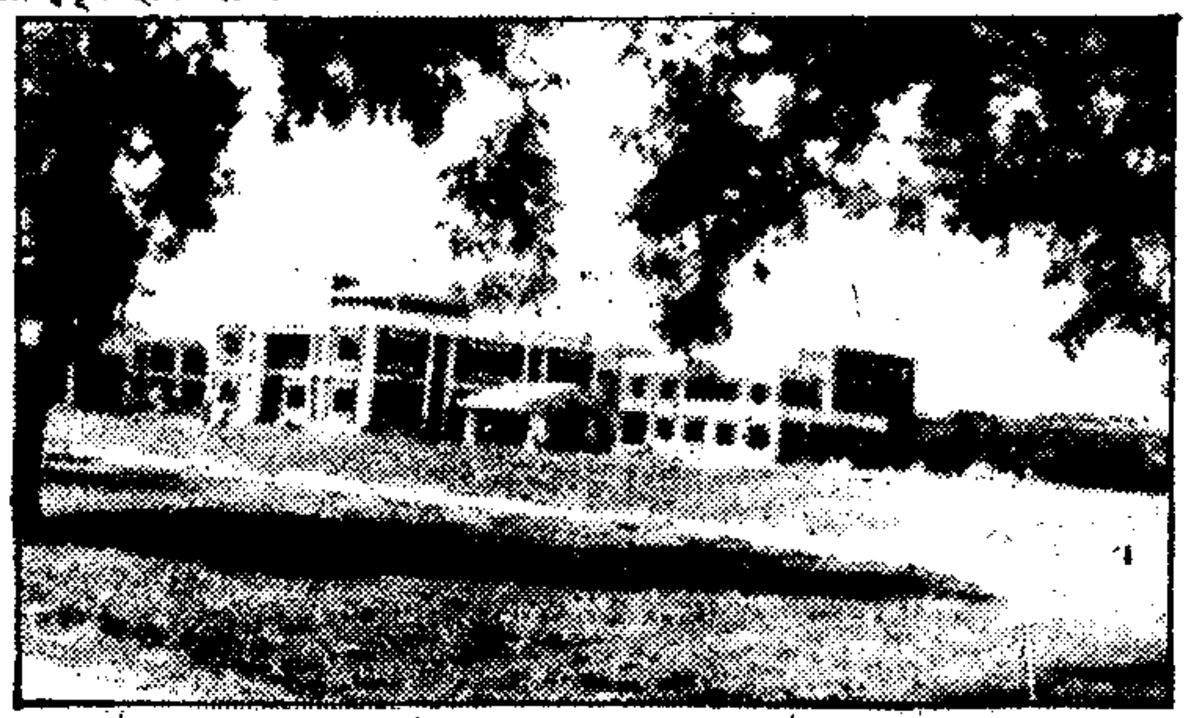

দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শিক্ষা সুযোগ বঞ্চিত মানুষের শিক্ষার সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্য সামনে রেখেই বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯২ সালে ২১শে অক্টোবর মাসে সংসদে একটি আইন পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার মানসে বাউবি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে বহুমুখী শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। জায়গার মানুষকে জায়গায় রেখে শিক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মজীবী মানুষকে আর ভাবতে হবে না কোথায় এবং কিভাবে পড়ালেখা করবে। সে পথ আজ খুলে দিয়েছে বাউবি। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। দেশ তথা জাতির উন্নয়নে নারীদের অগ্রণী ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে নারীদের বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়নের কথা চিন্তাই করা যায় না। বিশ্বব্যাপী আজ নারীরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার। তারাও দেশ ও জাতির উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি সমানভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ করে অবহেলিত নারী এবং যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈবাহিক অথবা শারীরিক কারণে শিক্ষা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে তাদের দ্বিতীয় সুযোগ দেয়ার লক্ষ্যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আর সে কারণেই কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র এবং ৮০টি স্থানীয় কেন্দ্র চালু করে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের ক্ষেত্র অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, শিক্ষাসামগ্রী সরবরাহ ও পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া ৭শ' টিরও অধিক রয়েছে টিউটোরিয়াল কেন্দ্র। এ কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থিগণ মাসে দুটো টিউটোরিয়াল ক্লাস করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ডিসেম্বর '৯৮-এর মধ্যে প্রস্তাবিত বাকি আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রামগুলোও চালু করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত সকল প্রোগ্রাম চালু হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক লাখে ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর এ বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে দূরশিক্ষণে শিক্ষার সুযোগ দেয়া হয়। দূরশিক্ষণের অন্যতম মাধ্যম হলো মিডিয়া যথা : রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট সুবিধা ও ডাক যোগাযোগ। দেশের আর্থসামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে দেশের সর্ববৃহৎ এ বিশ্ববিদ্যালয় অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলামের দৃঢ় বিশ্বাস।

পূর্বে টেলিভিশনে ২৫ মিনিট সময় দেয়া হত। বর্তমান সরকার বাউবি'র শিক্ষা প্রোগ্রাম প্রচারের জন্য তা থেকে বাড়িয়ে ৪০ মিনিট নির্ধারণ করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। তবে এই ৪০ মিনিট সময়ই বাউবি'র ১৯টি আনুষ্ঠানিক এবং ১৮টি অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম প্রচারের জন্য যথেষ্ট নয়। সরকার ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রেখেছেন, এটি জাতির জন্য একটি বিরাট কল্যাণমুখী পদক্ষেপ। কেননা একটি দেশের দারিদ্র বিমোচন তথা গোটা জাতির উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ যথা- ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৭ ঘন্টা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। সেখানে আমাদের দেশে এই মুহূর্তে এতটা সম্ভব না হলেও টিভিতে ন্যূনতম ৫ থেকে ৬ ঘন্টা সময় বাউবি'র জন্য অত্যাবশ্যক। এ যাবৎ সরকার মহৎ উদ্দেশ্যে যতগুলো কাজে হাত দিয়েছেন আল্লাহর ইচ্ছায় ও সকলের সহযোগিতায় তা বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন। যার জ্বলন্ত উদাহরণ যমুনা নদীর উপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সেতু বঙ্গবন্ধু সেতু। আর এটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা তথা সদিচ্ছার ফলেই। তাই বাউবি'র জন্য একটি স্বতন্ত্র টিভি চ্যানেল স্থাপন করা সরকারের সদিচ্ছাই যথেষ্ট। দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করে দলমত নির্বিশেষে এ ব্যাপারে সরকারকে সকলের সহযোগিতা করা প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস। পৃথক টিভি চ্যানেল চালু হলে এ বিশ্ববিদ্যালয় একটি শিক্ষিত ও আদর্শ জাতি উপহার দিতে পারবে এবং পূরণ হবে সরকারের নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে শোনা যাবে বাউবি'র সফলতার জয়গান। তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেশের সকল শিক্ষাপ্রাণ মানুষ প্রত্যাশা করছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি আলাদা টিভি চ্যানেলের। জাতি আজ তাকিয়ে আছে সেই সোনালি দিনের প্রতীক্ষায়।